তথ্য প্রকাশ

তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

সংখ্যা ৪, জুন ২০১৬

তথ্য অধিকার আইন
আমার ভাবনা

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

প্রগতির ধারায় মানুষ উন্নত হয়। উন্নয়ন যদি প্রত্যাশাপ্রসূত হয়, সে উন্নয়ন টেকসই হয়। মানব উন্নয়নের বিভিন্ন শাখায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন এগিয়ে। দেশে তথ্য অধিকার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত একটি উন্নয়ন নির্দেশিকা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এই মহৎ লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালের ১ জুলাই।

সমাজের গতিশীলতার লক্ষ্যে দেশের প্রচলিত আইনকানুনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন এবং নতুন আইনের প্রবর্তন হয়ে থাকে। আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন এক ভাষায় কথা বলে। সংস্কৃতিগতভাবে মূল স্রোতোধারার সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষিত হচ্ছে। দেশের সব মানুষকে তথ্য অধিকারের মতো একটি যুগোপযোগী আইন দিয়ে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন করা সমাজপ্রগতির অন্যতম লক্ষ্য।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রণিধান করা প্রয়োজন যে, তথ্যের অধিকার সর্বসাধারণ কীভাবে প্রয়োগ করবে। দেশের মানুষ যদি এই আইনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে যে, যেকোনো সরকারি এবং বেসরকারি অফিস থেকে সব ধরনের কার্যক্রম, বিষয়-আশয়, সেবাসমূহ, সুযোগ-সুবিধা যা ঘটে যাচ্ছে কিংবা ঘটবে সেগুলো সম্পর্কে যেকোনো নাগরিকের সহজে জানার সুযোগ আছে। এই যে জানার সুযোগ, এটাই তার তথ্য জানার অধিকার। যদিও বিশেষ কতিপয় ক্ষেত্রে এই তথ্যের চাহিদা প্রদানে সীমাবদ্ধতা আছে।

সম্প্রতি দেশের মানুষ সরকারি ও বেসরকারি তথ্য জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছে কিন্তু এই আগ্রহের পরিমাণ সুবিশেষভাবে বর্ধিত করার সুযোগ রয়েছে। সর্বসাধারণকে এই আগ্রহে উৎসাহিত করতে পারলে প্রায় সব অফিসের কার্যক্রমে জবাবদিহি সৃষ্টি হবে। দুর্নীতি হ্রাস পাবে উল্লেখযোগ্যভাবে।

রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে ত্বরান্বিত করাই হলো তথ্য কমিশনের প্রধান অঙ্গীকার। সাংবিধানিকভাবে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত আইন না থাকার কারণে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর নেবার সুযোগ ছিল সীমিত। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে সমাজের সবল-দুর্বল সব নাগরিকের জন্য তথ্য জানার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। দেশের সব সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণের জানার বা প্রশ্ন করার সুযোগ হয়েছে।

জনগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় তাদের কাঙ্ক্ষিত আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে এগিয়ে এসেছে। তথ্য কমিশন জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তা বাস্তবায়নে দেশের সমস্ত শ্রেণিপেশার মানুষকে একসঙ্গে এগোতে হবে। এই প্রসঙ্গে, আমরা মানুষকে জানানোর কাজে সহায়তা করি। আরো করতে চাই।

তথ্য অধিকার আইন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

ড. শামসুল বারি, পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ (রিইব)

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হবার পর সাড়ে ছয় বছর কেটে গেছে। অনেকেই প্রশ্ন করেন, এ ক'বছর আইনটি কি তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ঠিকমতো এগিয়ে যেতে পেরেছে? এর সঠিক উত্তরের জন্য আমাদের প্রথম কাজ হবে, আইনটির মূল লক্ষ্য কী তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। কারণ এ ব্যাপারে যে জনগণের মনে এখনো অনেক অস্পষ্টতা আছে তা বোঝা যায় আমরা যখন দেখি আইনটিকে এখনো জনগণ আশানুরূপভাবে ব্যবহার করছে না, যার ফলে এত দিনেও আইনটি গতিশীল হয়ে উঠতে পারছে না। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে আমাদের দেশের রাজনীতিপ্রিয় ও সমাজসচেতন জনগণের মনে আইনটির বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে পারলে তারা এর ব্যবহারে আরো আগ্রহী হবে। আইনটির সঙ্গে তাদের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ও দেশের শাসনব্যবস্থা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা উপলব্ধি করলে তারা এর প্রতি আরো শ্রদ্ধাশীল হবে।

অনেকেই আইনটিকে মূলত সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আদায়ের একটা বাহন হিসেবে দেখেন। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের যখন কোনো তথ্যের প্রয়োজন হবে কেবল তখনই আইনটি ব্যবহারের কথা ভাববেন। অন্যথায় এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সরকারকে যত কম ঘাঁটানো যায় ততই ভালো। খুব বেশি দরকার হলে, তথ্যের জন্য আবেদন না করে বরং চিরাচরিত প্রথায় প্রভাব খাটিয়ে, বা অন্য কোনো উপায়ে, কাজ হাসিল করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ।

এইভাবে দেখলে আইনটির মূল লক্ষ্য কখনোই অর্জন হবে না। তাই সবাইকে অনুধাবন করতে হবে যে, তথ্য অধিকার আইনে 'তথ্য' শব্দটির চেয়ে 'অধিকার' শব্দটিই বেশি গুরুত্ব বহন করে। আইনটি তৈরি হয়েছে জনগণের একটি মৌলিক অধিকারকে আইনি ভিত্তি প্রদান করতে। তাই সরকারের কাছ থেকে তথ্য পাওয়াই আইনটির মুখ্য লক্ষ্য নয়। মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে আইনটি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা। জনগণ যেহেতু সংবিধান-স্বীকৃত দেশের সব ক্ষমতার মালিক, তাই সরকার কীভাবে তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তা জানার অধিকার জনগণের একটি মৌলিক অধিকার। জনগণ এই অধিকারকে কাজে লাগায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের কাছে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চেয়ে। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে তথ্য অধিকার আইনে সরকারি কাজ

এরপর পৃষ্ঠা ৩-এ দেখুন ►

তথ্য প্রকাশ
তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

সম্পাদকীয়

তথ্য অধিকার আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বিধান হলো 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ'। 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ' বলতে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার তথ্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপযুক্ত ও সহজলভ্য মাধ্যমে মানসম্পন্নভাবে প্রকাশ ও প্রচারকে বোঝায়।

তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনা (spirit) সর্বোচ্চ প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। সর্বোচ্চ প্রকাশের অধিকতর কার্যকর মাধ্যম হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের মাধ্যমে সহজে ও কার্যকরভাবে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়া যায়। তবে এই প্রকাশ-পদ্ধতি এমন হতে হবে, যেন জনগণ সহজে তথ্যে প্রবেশ করতে এবং প্রয়োজনে সেই তথ্য কাজে লাগাতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৬-এ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্যভাবে প্রকাশ ও প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে এরূপ প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য গোপন করতে বা তার সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না। তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে। এ ছাড়া অন্যান্য আইন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ও সচিবালয় নির্দেশমালায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।

সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহের নীতিতে বিশ্বাসী। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে। অবাধ তথ্যপ্রবাহের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। কর্তৃপক্ষের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ পেলে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে, জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা পরিস্ফুটিত হবে, তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা কমে যাবে এবং সনাতন প্রশাসনিক চর্চার পরিবর্তন হবে।

আইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কথা বলা থাকলেও এর পদ্ধতি, কৌশল, মানদণ্ড, দায়দায়িত্ব ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করা নেই। কিন্তু কার্যকর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে এগুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট করতে পারে।

সচিবালয় নির্দেশমালায় সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহের জন্য স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩ নম্বর নির্দেশে বলা হয়েছে যে, "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও ইহার আওতাভুক্ত অফিসসমূহ স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবে।" সুতরাং সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্য এটি প্রণয়নের দাপ্তরিক বাধ্যবাধকতাও রয়েছে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হলো যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা, প্রকাশের পদ্ধতি ও মাধ্যম, প্রকাশের মানদণ্ড, দায়দায়িত্ব, পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি সংবলিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশমালা। এটির প্রণয়ন ও অনুসরণ কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে নিয়মাবদ্ধ করবে। এটি নিজস্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় এটি অনুসরণ করে তথ্য প্রকাশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন ইউনিটগুলোর জন্য স্বস্তিদায়ক হবে। নির্দেশিকায় দায়দায়িত্ব ও করণীয় সুনির্দিষ্ট থাকায় এবং মনিটরিং ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান থাকায় সঠিকভাবে তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত হবে। এতে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য চিহ্নিতকরণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্ধারণ এবং প্রকাশিত তথ্য এবং তথ্য প্রকাশের মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট থাকায় এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। এটি অনুসরণের মাধ্যমে সরকারের অবাধ তথ্যপ্রবাহের নীতির চর্চা নিশ্চিত করা যাবে।

অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের ভেতরের নানা উদ্যোগ আমাদের আশান্বিত করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি গঠিত হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর নেতৃত্বে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসককে প্রধান করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে একটি করে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়গুলোর বার্ষিক কর্মমূল্যায়নে তথ্য অধিকার-এর বাস্তবায়নকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয় তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার আলোকে তাদের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সকারের গৃহীত এরূপ নানা উদ্যোগ তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিচ্ছে।

সরকারের দুটি মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও জনগণের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি সংগঠনগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের প্রত্যাশা, বেসরকারি সংস্থাসমূহ স্বপ্রণোদিতভাবে সকল তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী হবে।

সরকারের উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয় দুটিকে অনুসরণ করে অন্য সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয় এবং জনগণের উন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি সংগঠনসমূহ 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলে এটি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করবে, যা দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চিরস্থায়ী সুফল বয়ে আনবে। ফলে বৈশ্বিক মানদণ্ডে বাংলাদেশ অনুসরণীয় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।

◄ *শেষ পাতার পর*

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব

প্রেক্ষিত : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

- তথ্য অধিকার (তথ্য প্রদানসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি ৮-এর অধীন প্রণীত ফরম 'ঘ' অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় এ৩ বা এ৪ সাইজের কাগজে প্রতি পৃষ্ঠা তথ্যের জন্য ২ টাকা হারে অর্থ আদায় করতে হবে। সিডির মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হলে এবং সিডি অফিস থেকে সরবরাহ করা হলে সিডির প্রকৃত মূল্য আদায় করতে হবে ও সিডি আবেদনকারী সরবরাহ করলে বিনা মূল্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য আদায়যোগ্য হবে। তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের জন্য তথ্য আবেদনকারীকে রসিদ দিতে হবে। আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে কোড নম্বর ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। তথ্য মূল্য আদায় এবং জমাসংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- আবেদনকারী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্ত না হলে অথবা সরবরাহকৃত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট না হলে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার বা সিদ্ধান্ত লাভ করবার অথবা তথ্য প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তিনি আপিল কর্মকর্তার কাছে আপিল আবেদন করতে পারবেন। একক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে 'গ' ফরমে আপিল আবেদন করতে হবে। আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ৩০ দিনের পরও যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শন করা হলে আপিল গ্রহণ করতে পারবেন এবং আপিল গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে শুনানি অন্তে আপিল নিষ্পত্তি করবেন। আপিল শুনানিকালে হাজির হওয়া এবং আপিল কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসারে আবেদনকারীকে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক।
- আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আপিল কর্মকর্তার কাছ থেকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্ত না হলে অথবা সরবরাহকৃত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট না হলে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার বা সিদ্ধান্ত লাভ করবার অথবা তথ্য প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তিনি প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর 'ক' ফরমে (অভিযোগ দায়েরের ফরম) অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।
- কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া তথ্য প্রাপ্তির কোনো আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করতে বা কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হলে বা অসৎ উদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে অথবা আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য সরবরাহ করলে অথবা তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে, উক্তরূপ কার্যের তারিখ থেকে সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করতে পারে, যা সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হবে না। অবশ্য এরূপ জরিমানা আরোপের আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শুনানি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তথ্য সরবরাহের অস্বীকৃতির সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত এবং আইনানুগ ছিল। কোনো অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শুনানিকালে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে অভিমত পোষণ করে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া তথ্যের আবেদন গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যাচিত তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন বা অসৎ উদ্দেশ্যে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কোনো তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন সে ক্ষেত্রে জরিমানা ছাড়াও তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে এবং এ বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ অবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানাতে পারে।
- তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৯ অনুযায়ী তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে আপিল করা যাবে না। তবে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসরণে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করতে পারবে।
- সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজের দ্বারা কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে পারবেন না।
- বাংলাদেশে প্রচলিত যেসব আইনে তথ্য সরবরাহের সুযোগ রয়েছে সেগুলো যথারীতি বহাল থাকবে এবং যেসব আইনে তথ্য প্রদানে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাবে।

পরিশেষে বলতে চাই, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সুদৃঢ় সেতুবন্ধ সৃষ্টি করতে পারবেন। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এ কাজটি অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই জনগণের ক্ষমতায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ঢের বেশি এবং সুযোগ অঢেল।

◀ প্রথম পাতার পর

তথ্য অধিকার আইন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

সম্পর্কিত ও সরকারের কাছে গচ্ছিত সব তথ্যই তথ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এসব তথ্য চেয়ে জনগণ সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহের কাজের তদারকির দায়িত্ব বহন করে। আর এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তাঁরা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনেও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কাজটি করে। এভাবে তারা গণতন্ত্র ও দেশের শাসনব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে।

জনগণ যত দিন ওপরের এই সত্যটিকে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম না করবে, তত দিন আইনটির প্রয়োগ বাড়বে না। আর তা না হলে এটি একটি অকেজো আইনে পরিণত হয়ে পড়বে। তাই সবাইকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে আইনটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি কাজে চিরাচরিত গোপনীয়তার সংস্কৃতি অপসারণ করে সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা এবং স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তাহলেই কেবল তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। আইনটিকে দেশের শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের এক শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে দেখতে হবে।

এইভাবে দেখলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমরা গত সাড়ে ছয় বছরে আইনটির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো তো দূরের কথা, দেশের বেশিরভাগ জনগণকে এই লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করতেই সক্ষম হইনি। অবশ্য এ কথাও সত্যি যে আমরা ধীরে ধীরে পথ চিনতে শুরু করেছি, খুব নগণ্য সংখ্যায় হলেও তথ্যের জন্য আবেদন করতে শুরু করেছি। তবে এখনো যেসব তথ্য চাইছি তার বেশিরভাগই আমাদের দৈনন্দিন চাহিদাভিত্তিক, তা দিয়ে সরকারি কাজে সামগ্রিক পরিবর্তন বা ইংরেজিতে যাকে বলে, সিস্টেমিক চেঞ্জ, সূচনা করা সম্ভব হবে না। তা করতে আমাদের আরো অনেক দূর পথ অতিক্রম করতে হবে। সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে কী ধরনের তথ্যের জন্য আবেদন করলে আইনটির মূল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে তা মনে রেখেই এগোতে হবে।

আমাদের তথ্যচাহিদা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন, ব্যক্তিগত কিছু চাহিদা– পাসপোর্ট অফিসে আমার পাসপোর্টের আবেদন এখন কোন পর্যায়ে আছে জানতে চাওয়া; অথবা স্থানীয় কিছু চাহিদা– আমাদের পাড়ার/গ্রামের রাস্তাঘাট-ব্রিজ ইত্যাদির মেরামত সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা কী? অথবা দেশের সবার স্বার্থভিত্তিক চাহিদা, যেমন দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত চুক্তির দলিলপত্র, ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের এসব তথ্যের জন্য আবেদন বিভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। তবে সব আবেদনেরই কমবেশি প্রভাব পড়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনে। ক্রমাগত আবেদন পেতে থাকলে তাঁরা অচিরেই বুঝে যান যে জনগণ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি অধিকারসচেতন। ফলে তাঁরা কাজে আরো বেশি মনোযোগী হন। এতে সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। আরো একটি বড় প্রভাব হয় সরকারি কাজে আগের গোপনীয়তা-সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সেখানে আরো খোলামেলা সংস্কৃতির স্থাপনের মাধ্যমে।

যেহেতু এখন আইনত, কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, জনগণের আবেদনকৃত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক, তাই সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহকে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই জনগণ যতই আইনটি ব্যবহার করবে ততই সরকারি কাজে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। তবে আইনটির বহুল ব্যবহারে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে সরকারি কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে। সরকারি যেসব কাজে দুর্নীতির সুযোগ বেশি, সেসব ক্ষেত্রে জনগণের তথ্য আবেদন যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সতর্ক করে তোলে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এইভাবে দেশের শাসনব্যবস্থায় সিস্টেমিক পরিবর্তন অর্জিত হয়। তাই জনগণ যদি আইনটির ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আবেদনের বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের কথা মাথায় রেখে আইনটি ব্যবহার করে, তাহলে শাসনব্যবস্থার যেমন উন্নতি হবে তেমন সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কও আরো নিবিড় হবে।

এবার দেখা যাক আমাদের দেশে আইনটি কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক কাজটি শুরু হয়েছে দেশের কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে। এ কাজে তাদের সহায়তা করেছে দেশের কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এসব জনগোষ্ঠী আইনটিকে ব্যবহার করেছে সরকারের কিছু প্রকল্পের অধীনে তাদের প্রাপ্য ও ন্যায্য কিছু অধিকার আদায়ের মাধ্যম হিসেবে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পসমূহ। যেমন, ভিজিএফ-ভিজিডি কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা মাতৃকালীন ভাতা, কাবিটা, কাবিখা, ইত্যাদি। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের আপৎকালীন সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে।

আগে এসব প্রকল্প পরিচালনায় অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা শোনা যেত। এখন যেসব জায়গায় তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে আবেদন করা হয়, কারা সহায়তা পাবার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছেন এবং কারা এ তালিকা তৈরি করেছেন তাদের নাম-ধাম ইত্যাদি তথ্যের জন্য, সেসব জায়গার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ আবেদনপত্র পেয়েই আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত করে নেবার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁরা জানেন যে এসব তথ্য প্রকাশ ও প্রচার হয়ে গেলে তাদের অনিয়ম ধরা পড়ে যাবে। যদিও এই প্রক্রিয়ায় আইনটির সম্পূর্ণ প্রয়োগ হয় না, তবুও বলা যায় এই অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও সরকারি ব্যবস্থায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আসা শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের পরিচালনার সঙ্গে জড়িত সবাই একটু হলেও সতর্ক হচ্ছেন।

আরো একটি বড় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে, যদিও এখন পর্যন্ত তা খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে। সেটি হচ্ছে তথ্য আবেদনকারীদের সঙ্গে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগাযোগ স্থাপন, যা আগে প্রায় হতোই না বলা যায়। এই যোগাযোগের ভিত্তিতে দুই পক্ষের মধ্যে সহজ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই আইনটিকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করে তুলতে পারে। গত ক'বছরে উভয় পক্ষের এই লেনদেনের মাধ্যমে পুরোনো অবন্ধুসুলভ অফিস সংস্কৃতি অবলুপ্ত হয়ে তার জায়গায় জনবান্ধব সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছে বলা যাবে না, তবুও সম্ভাবনার আলো যে একটু দেখা যাচ্ছে তা বলা যায়। তথ্য অধিকার আইনের সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন। যেসব জায়গায় আইনটির ব্যবহার হচ্ছে সেসব জায়গায় কাজটি শুরু হয়েছে বলা যায়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এই অভিজ্ঞতা আরো একটি ইতিবাচক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে বলা যায়। সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন দেশের এইসব অতি সাধারণ নাগরিকের তথ্য আবেদন আমলে নিয়ে তাদের যে সম্মান দেখাচ্ছেন তাতে তাদের নাগরিক মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমন তাদের নাগরিকত্বও স্বীকৃতি পাচ্ছে বলা যায়। এটি একটি বিরাট প্রাপ্তি বলতেই হবে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো একটু পরিষ্কার হবে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত একটি গ্রামের সবচেয়ে অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একজন মহিলা, যার নাম শিখারাণী, সে তার তথ্য আবেদনের উত্তরে সরকারি একটি চিঠি পেয়ে সারা গ্রামে আনন্দে দৌড়ে বেড়িয়েছে এই কারণে যে এটি তার জীবনে প্রথম কোনো সরকারি চিঠি পাওয়া। তথ্য অধিকার আইন না হলে সে হয়তো কখনো কোনো সরকারি অফিসে চিঠি লেখার সুযোগ পেত না বা সেখান থেকে উত্তরও পেত না। এখানে তথ্য পাওয়ার চেয়ে তথ্য আবেদন প্রক্রিয়াটিই বেশি কাজ করেছে বলা যায়। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে আইনটি সাধারণ নাগরিককে কীভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারে।

তাই আমরা যারা আইনটির বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত, তারা যখন শুনি যে দেশের সাধারণ মানুষ তথ্য আবেদন করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তথ্য তো পানই না, বরং আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারটুকুও পান না, এবং অনেক সময় তাদের শুনতে হয় যে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো সত্ত্বেও তাদের কোনো আবেদনই জমা পড়েনি, তখন আমাদের মন খারাপ করা ছাড়া উপায় কী? আমরা তথ্য কমিশনের রিপোর্ট থেকে জেনেছি যে তথ্য কমিশনে গত এক বছরে যতগুলো অভিযোগ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা আপিল কর্মকর্তা তথ্য প্রদান তো দূরের কথা, আবেদন বা আপিলের কোনো স্বীকৃতিও জানায়নি।এই পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। তবে ইদানীং এ ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

তবে ইদানীংকালের সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হচ্ছে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে, বিশেষ করে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে, তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ। পৃথিবীর কম দেশেই সরকার নিজের ইচ্ছায় এই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বরং আমরা জানি, পৃথিবীর বহু দেশে সরকার জনগণকে খুশি করার জন্য বা দাতাগোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের চাপে আইনটি প্রণয়ন করলেও এটি যাতে কার্যকর না হয়, সেদিকেই বেশি নজর দেন। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ সরকারের এইসব পদক্ষেপ বেশ ব্যতিক্রমধর্মী। এসবের মধ্যে অন্যতম একটি পদক্ষেপ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য জেলায় জেলায় জেলা প্রশাসকসহ অন্য আরো পদস্থ সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন, যারা মাসে অন্তত একবার করে বসবেন আইনটির অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনার জন্য। ব্যবস্থাটি ঠিকমতো কাজ করলে আইনটি বেগবান হবে বলে আশা করা যায়। তবে এ ব্যাপারে জনগণ যদি আইনটিকে ব্যবহার করে সরকারি দফতর ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্যের জন্য যথোচিত আবেদন না করে, তাহলে সরকারের এই প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজের আরো বেশি অংশগ্রহণ। তারা আইনটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেলে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। তাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে আইনটির সঠিক প্রচারের কাজটি আন্তরিকভাবে করে যেতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবী সম্প্রদায়, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, তথা সমাজসচেতন নাগরিক সমাজের সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে যুক্ত হলে সরকারের সদিচ্ছার পরীক্ষা যেমন হবে তেমন আইনটিকে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করে এর মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার কাজটি ত্বরান্বিত হবে। আইনটি যেহেতু মূলত জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রণীত হয়েছে, তাই জনগণকেই এ ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্যোগী ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।

সরকারের দিক থেকে আরেকটি কাজে দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তা হচ্ছে যেসব অফিসে এখনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ হয়নি সেখানে অতি সত্বর তাঁদের নিয়োগ দেওয়া ও তাদের নাম-ধাম-ঠিকানা সকল নাগরিকের জন্য সহজলভ্য করা। এখনো অনেক অফিসে এঁদের অস্তিত্বের কথা কেউ জানে না। সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়েও অনেক সময় তাঁদের নাম-ধাম জানা যায় না। ওয়েবসাইটে থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রে ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। ওয়েবসাইট সময়মতো নবায়নও করা হয় না, তাতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের নাম ঢোকানো হয় না। ফলে ভুল নামে/ঠিকানায় পাঠানো অনেক আবেদন ফিরে আসে। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে আবেদনকারীরা যেমন নিরুৎসাহিত হবেন, তেমন তার ফলে সরকারের সকল প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে আরো সচেতন ও যত্নশীল করে তুলতে তথ্য কমিশনকেও আরো বলিষ্ঠ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এর মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে আইন অমান্যকারী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইনানুগ জরিমানা প্রদান করা। তা ছাড়া তথ্য কমিশনেরও আরো নাগরিক-বান্ধব হবার সুযোগ আছে। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর ছোটখাটো বিচ্যুতিকে তাঁরা নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে একটু নমনীয়ভাবে দেখলে আইনটির ব্যবহার ও প্রসার বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের কথা দেশের ভেতরে ও বাইরে আজকাল অনেকেই বলছেন। এর সঙ্গে স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ শাসনব্যবস্থা যুক্ত হলে এই উন্নয়নকে যে আরো স্থায়িত্ব প্রদান করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সরকারের নিবিড় যোগসূত্র ও সহজ আদান-প্রদান শুধু গণতন্ত্রকেই সুসংহত করবে না, দেশকে দ্রুত উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতেও সহায়তা করবে।

এমআরডিআই-এর কর্মকাণ্ড

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় Promoting Citizen's Access to Information এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় RTI awareness raising and training-এর আওতায় এমআরডিআই বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে। এতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

'তথ্য অধিকার ক্যাম্প : ফলাফল ও সম্ভাবনা'

অবহিতকরণ সভা ও দেয়াল লিখন পরিদর্শন

যশোর জেলার চৌগাছায় কিছু সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবায় জাদুকরী পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক্স-রে মেশিনটি সচল হয়েছে; সেখানকার সেবার মানেও এসেছে পরিবর্তন। স্কুলে সরকারি বই পেতে কোনো টাকা দিতে হয় না। কয়েকটি এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা বিদ্যুৎসংযোগ পেয়ে গেছে। গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে লেখা রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভাতাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা এবং ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলি। এমন সব নানা পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে চৌগাছায়।

এসব পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে একটি তথ্য অধিকার ক্যাম্প। ক্যাম্প থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ে শিখে নানান তথ্য চেয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে আবেদন করেছিলেন চৌগাছার সিংহঝুলী ইউনিয়নের ৩০ জন সুবিধাবঞ্চিত মানুষ। এই আবেদনগুলোই চৌগাছাকে এভাবে বদলে দিয়েছে।

১৩ এপ্রিল ২০১৬ সকাল সাড়ে ১০টায় যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'তথ্য অধিকার ক্যাম্প : ফলাফল ও সম্ভাবনা' শীর্ষক অবহিতকরণ সভায় এসব তথ্য তুলে ধরেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান। তিনি ক্যাম্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতার আলোকে নানা সুপারিশও তুলে ধরেন।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চৌগাছা উপজেলা প্রশাসন, জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) এবং এমআরডিআই যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) ও এমআরডিআই-এর অ্যাডভাইজার মোঃ নজরুল ইসলাম ও যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আসাদুল হক।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার নার্গিস পারভীন, জানাক, চৌগাছা-এর সভাপতি এম মাহবুবুল আশরাফ, এমআরডিআই-এর খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মবিনুল ইসলাম মবিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে চৌগাছা উপজেলার সকল সরকারি দপ্তরের অফিস প্রধান, পৌর মেয়র, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলাধীন সকল ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান এবং এন এম জিয়াউল আলম চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য যে, চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা এবং এসব ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলি এবং ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব দেয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এমআরডিআই আয়োজিত তথ্য অধিকার ক্যাম্প থেকে অংশগ্রহণকারীদের আবেদনের ফলে ইউনিয়নের পরিষদ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে থেকে এসব তথ্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় দেয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রথম দেয়াল লিখনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের এই অভিনব উদ্যোগ পরিদর্শন করতে এ সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) ও এমআরডিআই-এর অ্যাডভাইজার মোঃ নজরুল ইসলাম; যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আসাদুল হক; চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার নার্গিস পারভীন; এমআরডিআই-এর খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মবিনুল ইসলাম মবিন; জানাক, চৌগাছার সভাপতি এম মাহবুবুল আশরাফ, সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রমুখ।

যশোরে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

১৩ এপ্রিল ২০১৬ বিকেল সাড়ে ৩টায় যশোরে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাব হলরুমে আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রেসক্লাব যশোর, জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) ও এমআরডিআই-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন। বিষয়ভিত্তিক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান।

সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক ছিলেন প্রেসক্লাব যশোরে সাবেক সভাপতি একরাম উদ-দ্দৌলা, মিজানুর রহমান তোতা ও ফকির শওকত। এ ছাড়া আলোচনায় অংশ নেন কবি ও সাংবাদিক ফখরে আলম, জানাক যশোরের সভাপতি অধ্যক্ষ জে এম ইকবাল হোসেন এমআরডিআই-এর খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মবিনুল ইসলাম মবিন প্রমুখ।

যশোর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে যশোরের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউডিসি উদ্যোক্তাদের ওরিয়েন্টেশন

ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে নানাবিধ সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে চালু করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে তথ্য অধিকারের সহায়তাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বরিশাল ও যশোর জেলার সকল উপজেলার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আয়োজিত ওরিন্টেশনে বরিশাল ও যশোর জেলার ১৮টি উপজেলার মোট ১৯০ জন উদ্যোক্তা ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন। ওরিয়েন্টেশন শেষে তাদের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতামূলক ডিসপ্লে বোর্ড বিতরণ করা হয়। যেসব ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তারা ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিতে পারেননি, তাঁদের কাছেও সচেতনতামূলক ডিসপ্লে বোর্ড পাঠানো হয়।

যশোরের ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধন করেন যশোরের জেলা প্রশাসক ড. মোঃ হুমায়ুন কবির।

'টিয়ারিং দ্য ভেইল অব সিক্রেসি'
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা-বিষয়ক প্রকাশনা

এমআরডিআই প্রকাশ করেছে 'টিয়ারিং দ্য ভেইল অব সিক্রেসি' শীর্ষক গ্রন্থ ও প্রকৃত ঘটনার ওপর নির্মিত ভিডিও। এমআরডিআই আয়োজিত বাংলাদেশের প্রথম তথ্য অধিকার ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রকাশনায়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রকাশিত এই গ্রন্থ ও ভিডিওতে তথ্য অধিকার ক্যাম্পের প্রক্রিয়া, ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, অর্জন, চ্যালেঞ্জ, ফলাফল, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সুপারিশ ইত্যাদি বিষয় তুলে আনা হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ও ভিডিওতে ক্যাম্প অংশগ্রহণকারীদের তথ্যের আবেদন, আপিল ও অভিযোগের পুরো প্রক্রিয়া, আবেদনের ফলে এলাকায় কী পরিবর্তন এসেছে এসব বিষয় সফলতার গল্পসহ তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রকাশনা থেকে বিভিন্ন অংশীজন তথ্য চেয়ে আবেদনের বিস্তারিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হবেন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে উৎসাহী হবেন। তথ্যের চাহিদা-সরবরাহ চক্র চলমান রাখার লক্ষ্যে এই প্রকাশনা অন্যান্য সংগঠনকে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও ভিডিওটি এমআরডিআই-এর ওয়েবসাইট (www.mrdibd.org)-এ পাওয়া যাবে।

রচনা প্রতিযোগিতা 'আমার তথ্য জানার অধিকার'

তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ে অধিক আগ্রহী করে তুলতে বরিশালে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় তিনটি উপজেলায় আলাদা আলাদাভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 'আমার তথ্য জানার অধিকার' বিষয়ের ওপর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এর আগে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

গৌরনদী উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে বেগম আখতারুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী তামান্না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করে যথাক্রমে মাহিলাড়া এ এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী রিমি খানম এবং চাঁদশী ঈশ্বরচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী লিমা আক্তার।

বাবুগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মারিয়া মালেক প্রথম পুরস্কার, একই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আয়শা সিদ্দিকা দ্বিতীয় পুরস্কার এবং আগরপুর আলতাফ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী কাজী জিনিয়া তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করে।

বানারীপাড়া উপজেলায় বানারীপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুল বুশরা মিথিলা প্রথম, একই বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী নাজমা আক্তার এনি দ্বিতীয় এবং চৌয়ারিপাড়া হাছনা মোর্শেদ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী সওদা আক্তার তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নবিষয়ক কর্মশালা এবং দুটি মন্ত্রণালয়ের 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়ন

নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর উপায় হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। কর্তৃপক্ষ যেন স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করে সে বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন, প্রবিধানমালা, দেশের অন্যান্য আইন এবং সচিবালয় নির্দেশমালাতেও নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সবার সচেতনতা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ে যথাযথ দিকনির্দেশনা আবশ্যক।

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়সমূহের তথ্য অধিকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জাতীয় শুদ্ধাচারের ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এমআরডিআই সম্মিলিতভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম এবং তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর সচিব সদর উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার সেশনসমূহে সভাপতিত্ব করেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সে সময়ের প্রধান তথ্য কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) নেপাল চন্দ্র সরকার।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাসী। অবাধ তথ্যপ্রবাহের কার্যকর মাধ্যম হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে নিয়মাবদ্ধ করতে এবং এর পদ্ধতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করতে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়সমূহকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন পাইলট কার্যক্রম হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। এই কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে এমআরডিআই এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এই দুটি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা প্রণয়নের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের একটি সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে। সহায়িকাটি মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এই পুরো কার্যক্রম বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

জনসচেতনতামূলক প্রকাশনা তৈরি

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমআরডিআই জনসচেতনতামূলক কিছু প্রকাশনা তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তিনটি লিফলেট, একটি পোস্টার এবং একটি কমিক বই।

- তৃণমূল জনগণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার বিষয়ে এমআরডিআই আলাদা আলাদা তিনটি লিফলেট প্রকাশ করেছে। এতে সহজবোধ্য ভাষা ও পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।
- সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য অধিকারের প্রাথমিক বার্তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তথ্য অধিকারের স্লোগান ও চিত্রসংবলিত একটি পোস্টার তৈরি করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার বিষয়ে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে কার্টুন চিত্র ও মজাদার গল্পের সমন্বয়ে তাদের উপযোগী করে একটি কমিক বই প্রকাশ করেছে এমআরডিআই। এই বইয়ের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

পোস্টার

কমিক বই

লিফলেট

আমার তথ্য জানার অধিকার

জান্নাতুল বুসরা মিথিলা, বানারীপাড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্রেণি : নবম, রোল : ০৯

ভূমিকা

আমরা তথ্য বলতে বুঝি কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো, দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, মানচিত্র, চুক্তি, বিজ্ঞপ্তি, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি। অর্থাৎ– তথ্য বলতে একটি ব্যাপক ধারণাকে বোঝায়। আর এ তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্নে সাধারণ পরিষদে 'তথ্যের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং যেসব অধিকারের প্রতি জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার সবগুলো যাচাইয়ের একটি পরশপাথর' মর্মে উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত, যা আন্তর্জাতিক নাগরিক রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক চুক্তিপত্রে একটি আইনগত অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশে আইনের মাধ্যমে মানুষের এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। Universal Declaration of Human Rights, ১৯৬৬ এর অনুচ্ছেদ ১৯-এ আছে, প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার আছে। স্বাধীনভাবে মতামত পোষণ করা এবং যেকোনো উপায়ে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানার স্বাধীনতা ও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

তথ্য অধিকার আইন কী

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনায় তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত। এ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের তথ্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধিত থাকবে। এ আইনে তথ্য বলতে বোঝানো হয়েছে– কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তথ্য অধিকার আইনের প্রক্রিয়া

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ এবং ২. কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান। নিচে এর বিবরণ দেয়া হলো :

- **তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ :**

  ১. কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ইমেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।

  ২. অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকতে হবে–

  ১) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ইমেইল ঠিকানা।

  ২) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি।

  ৩) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতি।

  ৩. এই ধারার অধীন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা ক্ষেত্রমতো, নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হলে, তথ্যাবলি সন্নিবেশ করে সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমতো ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ইমেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।

  ৪. তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

- **কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান :** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করেন তাহলে তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অনুরোধকারী আপিল করতে পারবেন। আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আইন মোতাবেক সুবিচার না পেলে তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কাজ হচ্ছে মূলত অভিযোগ গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়ন ও সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে একটি মাইলফলক। তথ্য অধিকার আইন নাগরিককে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তা উপভোগে ভূমিকা রাখে। নাগরিক জীবনে তথ্য অধিকার আইন ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই আইনের ফলে প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ নাগরিককে চাহিবামাত্র তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য সংরক্ষণ ও তা প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন পাসের ফলে সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোতে জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধাভোগী জনগণ প্রথমেই প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল গঠন, নীতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে অবহিত হতে পারে। ফলস্বরূপ জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা জাহির হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে। প্রতিষ্ঠানগুলো আরো গতিশীল হবে। আর দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই বলা যায়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

জনগণের ক্ষমতায়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকার আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে ৬ এপ্রিল তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। এটি নিঃসন্দেহে এ দেশের জনগণের একটি বড় পাওয়া বা অর্জন। তথ্য অধিকার আইনটি প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার প্রারম্ভে যে বক্তব্যটি রেখেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়েছে যে, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণই এই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণের ক্ষমতায়ন তখনই সার্থক হয়ে উঠবে যখন সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে জনগণ তথ্য অধিকার ভোগ করবে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাসের ফলে বাংলাদেশের জনগণের সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ফলে জনগণ তাদের অধিকারসচেতন হচ্ছে। ২০১০ সালে এই আইনের আওতায় ২৫৪১০টি আবেদনপত্রের মাধ্যমে নানাবিধ তথ্য জানার জন্য জনগণ আগ্রহ প্রকাশ করে। আবেদনগুলো আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স, ব্যবসার লাইসেন্স, পাসপোর্ট, জলমহাল ইজারা, খাস, অর্পিত, সরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রম, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড প্রদান, জমিসংক্রান্ত, পারিবারিক বিষয় ইত্যাদি বিষয়ে দাখিল করা হয়। আগে এসব বিষয়ে জনগণ ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে, ফলে এসব ক্ষেত্রে চলেছে নানাবিধ দুর্নীতি। তথ্য অধিকার আইন দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আগে সরকারি তথ্যে কেবল সরকারি কর্মকর্তা ও সুবিধাবাদী শ্রেণির প্রবেশগম্যতা ছিল। সাধারণ নাগরিক তথ্যের অভাবে অধিকারবঞ্চিত ছিল। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে সকল শ্রেণির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্নীতিও হ্রাস পেয়েছে।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে লাভবান হতে পারে

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে সরকার জনগণের জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। জনগণ এখন শুধু একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি জানতে পারে। ফলে জনগণ তার প্রয়োজনীয় তথ্যটি কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এত ব্যক্তিজীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়। তথ্য অধিকার আইনের ফলে সমাজের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। সমাজে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিমুক্ত হবে। সমাজের সকল অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও অশান্তি দূরীভূত হবে। এ ছাড়াও সমাজে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হবে। তথ্য অধিকার আইন নাগরিক জীবনের উন্নতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করলে রাষ্ট্রও এগিয়ে যাবে। কারণ নাগরিকদের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত। ফলে আমাদের দেশ উন্নততর দেশে পরিণত হবে।

উপসংহার

বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রণীত 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' নিঃসন্দেহে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। এই আইনের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি হ্রাস, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা এ দেশের নাগরিক হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে অধিকার ভোগ করব ও প্রয়োজনীয় তথ্যটি জানব এবং সামনে এগিয়ে যাব। আর যারা এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের এ আইন সম্পর্কে অবহিত করব। কারণ এ আইনের সফল বাস্তবায়নে তথ্য গ্রহণকারী ও তথ্য প্রদানকারী সবার সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। সুশীল সমাজের অগ্রণী ভূমিকা তথ্য প্রদানের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কর্মকর্তা কর্মচারীগণের মানসিকতার পরিবর্তন করে গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহারেরও প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের সচেতনতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপরও এই আইনের সাফল্য নির্ভর করে।

বরিশালের বানারিপাড়া উপজেলায় আয়োজিত 'আমার তথ্য জানার অধিকার' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় এই রচনাটি প্রথম স্থান অর্জন করে।

একটি তথ্য অধিকার ক্যাম্প এবং একজন চেয়ারম্যানের সাহস

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই

ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৬, বিকেল ৪টা, স্থান যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী গ্রাম। ৩ নম্বর সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদের নিকটবর্তী একটি ভবনে লাগানো বোর্ডে লেখা অনেকগুলো নাম। নামগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন একজন স্থানীয় ব্যক্তি। পড়া শেষে হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'যাক বাবা! বাঁচা গেল!' আমরা পাশেই দাঁড়ানো জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে ভাই?' তিনি বললেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এই নামগুলো টাঙানো হয়েছে। এটি আমাদের গ্রামে যারা ভিজিএফ ভাতা পায় তাদের নামের তালিকা। ইতিমধ্যে কেউ কেউ তালিকায় নিজের নাম দেখে লজ্জা পেয়েছেন। তাই আমিও আমার নামটি আছে কি না তা দেখে নিলাম। নেই দেখে ভালো লাগছে।'

শুধু বোর্ডের মাধ্যমে ভিজিএফের তালিকাই নয়। সেখানে বিভিন্ন দালানের পাকা দেয়ালে এনামেল রং দিয়ে ভিজিডি ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপ্তদের নাম, পিতা/অভিভাবকের নামসহ লিখে দেয়া হয়েছে। নামের পাশাপাশি ভাতা পাওয়ার পদ্ধতি ও শর্তাবলিও দেয়ালে লেখা হয়েছে। হলুদ জমিনের ওপর কালো অক্ষরগুলো, সেবাতথ্য প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি করল। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের এই উদ্যোগ হয়তো স্বপ্রণোদিতভাবে সেবাতথ্য প্রকাশে নীতিনির্ধারকদেরও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে।

জনগণের তথ্য জানার অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে জনগণের ক্ষমতায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে তথ্য অধিকার আইনকে অন্যতম সেরা উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয়। জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণ-উন্নয়নমূলক সব কাজে গণ-নজরদারি প্রতিষ্ঠার উপায় সৃষ্টি হয়েছে।

রাষ্ট্রের সব কাজ পরিচালিত হয় জনগণের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে। আর এর সকল ব্যয় নির্বাহ হয় জনগণের তহবিল থেকে। সুতরাং সকল কাজ ও ব্যয়ের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি আবশ্যক। তাহলে সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে ও দুর্নীতি কমবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৪-এ নাগরিককে তথ্য জানার অধিকার দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো নাগরিক চাইলে কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য। পুরো আইনটি অধ্যয়ন করলে আমরা এর অন্তঃস্থিত উদ্দীপনাটি স্পষ্টভাবে টের পাই। যেখানে 'জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক' সংবিধানের এই বিধান উল্লেখ করে জনগণকে সবার ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে এবং জনস্বার্থকে সর্বাধিক বিবেচনা করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে নাগরিকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশেরও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে–

"প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয় এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রচার ও প্রকাশ করিবে।"

সেখানে আরো বলা হয়েছে–

"তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন গোপন তথ্য করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করিতে পারিবে না।"

এ ছাড়া প্রণীত নীতি ও গৃহীত সিদ্ধান্ত, নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তি ও কারণ, প্রতিবেদন, প্রকাশনা ইত্যাদি নিজ উদ্যোগে প্রকাশ ও প্রচারের কথা বলা হয়েছে তথ্য অধিকার আইনে।

কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করলে জনগণ না চাইতেই তথ্য পেয়ে যাবে। তাতে তার তথ্য জানার প্রয়োজন যেমন মিটবে, তেমনি তাকে আবেদন করে তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়াগত ধাপ পেরোতে হবে না। অন্যদিকে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ নিজের স্বচ্ছতা প্রমাণের সুযোগ পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তার সদিচ্ছা প্রমাণিত হবে এবং তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা কমে যাবে। সার্বিকভাবে সেই কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে।

আমাদের তথ্য গোপনের দীর্ঘ ইতিহাসকে অবাধ তথ্যপ্রবাহের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছি। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে সিংহঝুলী ইউনিয়নের মতো উদাহরণ আমাদের সেই গতিকে ত্বরান্বিত করবে নিঃসন্দেহে।

একটি তথ্য অধিকার ক্যাম্প ও একজন চেয়ারম্যানের সাহস

সিংহঝুলী ইউনিয়নে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে রয়েছে একটি তথ্য অধিকার ক্যাম্পের আয়োজন এবং সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রেজাউল ইসলাম রেন্দুর সাহস।

সিংহঝুলী ইউনিয়নের নয়টি গ্রামের ৩০ জন তৃণমূল মানুষকে নিয়ে পাঁচ দিনের একটি তথ্য অধিকার ক্যাম্পের আয়োজন করে বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন এমআরডিআই। ক্যাম্পের পাঁচ দিনে 'তথ্য মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন আনতে পারে' অংশগ্রহণকারীদের তা শেখানো হয়। ক্যাম্পের চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে অংশগ্রহণকারীরা সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদ এবং চৌগাছা উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও এনজিও কর্তৃপক্ষের কাছে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন তথ্য চেয়ে ৪০টি আবেদন করে।

ইউনিয়ন পরিষদ সবচেয়ে কাছের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সেখানে আবেদনে তাদের অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য চেয়ে মোট ১৬টি আবেদন করা হয়। অন্য যেসব কার্যালয়ে আবেদন করা হয় সেগুলো হলো– উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপজেলা ভূমি, কৃষি, যুব উন্নয়ন, মৎস্য, শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, চৌগাছা থানা, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং কয়েকটি এনজিও।

ইউনিয়ন পরিষদে যেসব তথ্য চাওয়া হয় তার মধ্যে ছিল ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট; ব্যয়ের হিসাব; ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা; এসব ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলি ও শর্ত এবং রিলিফ বিতরণ, টিউবওয়েল বিতরণ, আর্সেনিক পরীক্ষা ও রাস্তা নির্মাণ-মেরামত বিষয়ক তথ্য।

আবেদনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের দেয়ালে পরিষদের চলতি বছরের বাজেট ও বিগত বছরের ব্যয়ের হিসাব এবং প্রতিটি গ্রামের দেয়ালে সংশ্লিষ্ট গ্রামের ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা এবং এসব ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলি লেখা হয়েছে।

এভাবে তথ্য প্রকাশের ফলে সঠিক নিয়ম মেনে ভাতাসমূহ দেয়া হয়েছে কি না বা উপকারভোগী নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না তা গ্রামবাসী সহজেই মিলিয়ে নিতে পারছে।

তথ্য প্রকাশে চেয়ারম্যানের এই সাহস দেখানো নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। প্রকাশিত এই তথ্যে কোনো অনিয়ম ও অসামঞ্জস্য ধরা পড়লে তার দায় প্রথমে চেয়ারম্যানের ওপর বর্তাবে। বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েই তিনি তথ্য প্রকাশের এই নজিরবিহীন উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি জনগণের চেয়ারম্যান। জনগণের সেবক। তাই আমার জবাবদিহি জনগণের কাছে। এভাবে তথ্য প্রকাশিত হলে স্বচ্ছতা আসবে, কোনো অনিয়ম দুর্নীতি থাকলে তা ধরা পড়বে এবং ভবিষ্যতে কেউ অনিয়ম দুর্নীতি করার সাহস পাবে না।'

তথ্য অধিকার ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান বলেছিলেন তিনি তাঁর পরিষদের সব তথ্য উন্মুক্ত করে দেবেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ক্যামেরার সামনে বলেন, 'চেয়ারম্যানদেরকে সবাই চোর ভাবে। আমি সব তথ্য উন্মুক্ত করে দেব। সবাই সব জানবে। আমি চাই, ভবিষ্যতে যেন আমাকে কেউ চোর বলতে না পারে।' তিনি সবার সামনে পরিষদের সদস্যদের বলেছেন, 'সবাই সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের চুরি করার দিন শেষ, আমি সব তথ্য দেয়ালে লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো দেয়াল লিখনের মাধ্যমে সেবাতথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরে সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদ সবার জন্য একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সিংহঝুলীর এই উদাহরণ অনুসরণ করে ভবিষ্যতে হয়তো আরো অনেক ইউনিয়ন তাদের তথ্য প্রকাশ করবে বা একদিন এই প্রকাশ হয়তো নীতিগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হবে। কিন্তু প্রথমবার বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য সিংহঝুলী ইউনিয়নের নাম ইতিহাসে অন্যভাবে বিবেচিত হবে।

তথ্য প্রকাশ
তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব

প্রেক্ষিত : তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম-সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাক্তন পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

অনস্বীকার্য যে, দুর্বোধ্য বিষয় সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের মধ্যেই কৃতিত্ব যদিও কাজটি কঠিন। আবার গৌরচণ্ডালিকা ছাড়া সরাসরি বিষয়বস্তুতে প্রবেশ খানিকটা বিরক্তিকরও বটে। সে কারণেই ক্ষুদ্র একটু ভূমিকাসহ শিরোনামীয় বিষয়বস্তু বিদগ্ধ পাঠক সমীপে উপস্থাপনে সাহসিত হলাম।

জনগণের ক্ষমতায়ন, সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ২৯ মার্চ ২০০৯ নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৩৭টি ধারা সংবলিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়।

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ বহু বছর ধরে কাজ করে আসছে। ফলে তথ্য পাওয়া যে মানুষের অধিকার সেই বিষয়টির সর্বপ্রথম স্বীকৃতি মিলল ১৯৪৮ সালে প্রণীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ১০৯টি দেশ নিজ নিজ দেশে তথ্য অধিকার আইন নামে একটি পৃথক আইন তৈরি করেছে।

তথ্য অধিকার আইনের দর্শনকে বাস্তবে রূপদান করতে এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রের পরিচর্যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা সবিশেষ তাৎপর্যবহ। বলা সমীচীন হবে যে, এ আইনের ১০ নম্বর ধারায় জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান করা হয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকারসংক্রান্ত বিধিমালা/প্রবিধানমালাগুলোর কতিপয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে যে বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে, যা যা অনুসরণ এবং বর্জন করতে হবে, সেগুলো ক্রমান্বয়ে সরল ভাষায় উপস্থাপনে সচেষ্ট হলাম।

- তথ্য অধিকার আইনে সাতটি ক্যাটাগরিতে সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ বলতে কোনো ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে বোঝাবে না।
- প্রতিটি কর্তৃপক্ষের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সব ইউনিটই এক-একটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট। ইউনিয়ন পরিষদও তথ্য প্রদানকারী ইউনিট।
- কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হবেন আপিল কর্তৃপক্ষ। ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধানই আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন।
- কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ধারণকৃত সবকিছুই তথ্য। তবে নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি তথ্য হিসেবে গণ্য হবে না।
- তথ্য অধিকার বলতে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে বোঝায়।
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষ বলতে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারী বা তথ্য প্রদাকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত আবেদনকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য যেকোনো কর্তৃপক্ষকে বোঝায়।

- কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।
- তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারায় কতিপয় তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রকাশযোগ্য সব তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে নিয়মিতভাবে নিজে থেকেই প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা যাবে।
- আইনের ৬-এর (৮) উপধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশন কর্তৃক ইতিমধ্যে জারীকৃত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহযোগিতায় প্রবিধি ৩ এবং তফশিল ১ ও ২ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করবে।
- তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করার অধিকার থাকলেও সব ধরনের তথ্য সরবরাহ কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।
- তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় ২০টি ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৩২ ধারায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত আটটি গোয়েন্দা সংস্থাকে তাদের কোনো তথ্য মানবাধিকার লঙ্ঘন অথবা কোনো দুর্নীতির ঘটনার সংশ্লিষ্টতা ছাড়া এই আইনের আওতামুক্ত করা হয়েছে।
- কোনো ব্যক্তি তথ্য অধিকার (তথ্য প্রদানসংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯-এর বিধি ৩-এর অধীন প্রণীত ফরম 'ক' অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ইমেইলে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারবে।
- আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন। প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে আবেদনের রেফারেন্স নম্বর, আবেদনপত্র গ্রহণকারীর নাম, পদমর্যাদা এবং আবেদন গ্রহণের তারিখের উল্লেখ থাকবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে অথবা ক্ষেত্রমতো, ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ইমেইলের মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রেরণের তারিখই প্রাপ্তির তারিখ হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য পৃথক একটি রেজিস্টার ও নথি সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।
- অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ থেকে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এই আইনের বিধানের আলোকে প্রার্থিত তথ্য প্রদান করতে হবে।
- অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে এ বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে প্রার্থিত তথ্য প্রদানে অপারগ হলে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রদানসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি ৫-এর অধীন প্রণীত ফরম 'খ' অনুযায়ী মুদ্রিত ফরমে বা নির্ধারিত ফরমেটে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাতে হবে।
- কোনো তথ্য আবেদনের কিছু অংশ প্রকাশযোগ্য এবং কিছু অংশ অপ্রকাশযোগ্য হলে প্রকাশযোগ্য অংশ পৃথক করে সেটুকু অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে। অপ্রকাশযোগ্য অংশ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রদানসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯-এর ৫-এর অধীন প্রণীত ফরম 'খ' অনুযায়ী মুদ্রিত ফরমে বা নির্ধারিত ফরমেটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকারীকে অবহিত করতে হবে।
- অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে কোনো তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকলে এবং তৃতীয় পক্ষ উক্ত তথ্য গোপনীয় হিসেবে গণ্য করে থাকলে সেই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের কাছে লিখিত মতামত চেয়ে ১০ দিনের সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করবেন। তৃতীয় পক্ষের মতামত প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা বিবেচনায় নিয়ে তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- ইন্দ্রিয়প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য প্রাপ্তিতে এবং পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করতে হবে।
- তথ্য প্রদানের সময় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, এ মর্মে প্রত্যয়ন করে দাপ্তরিক সিল-স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।
- আবেদনকারীর যাচিত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে সরবরাহের জন্য মজুত থাকলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের জন্য কোনো ফি প্রদানযোগ্য নয়।
- কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালনের স্বার্থে অন্য যেকোনো কর্মকর্তার সহায়তা চাইলে তিনি সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবেন। ব্যর্থতায় তিনি জবাবদিহির আওতায় আসবেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন ►

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance
MRDI

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭, ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

উপদেষ্টা
শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

পরিকল্পনা
হাসিবুর রহমান মুকুর
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

প্রধান সম্পাদক
মোঃ সাহিদ হোসেন
অ্যাডভাইজার, প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এমআরডিআই

সম্পাদনা
হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই
আক্তারুন নাহার লাবন্য
সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, এমআরডিআই